১) নারী কবিতা অবলম্বনে কবি নজরুলের সাম্যবাদী ভাবনার পরিচয় দাও?

→ নজরুল সাম্যবাদী কবি মার্কসবাদ সাম্যবাদ সাথে তার সাম্যবাদের পার্থক্য আছে। নজরুলের সাম্যবাদের মূলে আছে জাতি-ধর্ম-বর্ন-অর্থ ইত্যাদির দ্বারা মানুষে মানুষে তৈরী হওয়া অসাম্যকে দূর করা। অর্থাৎ তার সাম্যবাদ চিন্তা বা সাম্যবাদী চিন্তা মানবতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, 'সাম্যবাদী' নামক একটি কাব্য তিনি লেখেন, সেখানে ১১টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এই কবিতাগ্রন্থের মূল সুর সাম্যভাবনা, 'সাম্যবাদী' নামক প্রথম কবিতায় কাব্যের মূল সুরকেই বেঁধে দিয়েছিলেন — "গাহি সাম্যের গান / যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান"; তাঁর 'নারী' কবিতাটি এই ভাবনারই অনুসারী কবিতা।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী ছিল পণ্য। পুরুষের সঙ্গে তার সম অধিকারের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নারীর যে ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে — তা মূলত পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির প্রভাবে, বিহারীলাল চক্রবর্তী তাঁর 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের নারী বন্দনা অংশে, মোহিতলাল মজুমদার 'স্মরগরল' কাব্যের 'নারীস্তোত্র' কবিতায় - নারীর প্রকৃতি দেখে তার বিচিত্রময় রূপের চিত্র অঙ্কন করেছেন। রবীন্দ্র কাব্যে নারী অর্ধেক বাস্তবতা, অর্ধেক কবিকল্পনা — "শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী / পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্যসঞ্চারী / আপন অন্তর হতে / অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা"; নজরুলের কাব্যে কবি ধরা দিল সাম্যবাদী কবির দৃষ্টিতে সংস্কারহীন ভাবে।

কবির কাছে নারী পুরুষের কোনো ভেদ নেই। তাই কবি দীপ্ত কণ্ঠে বলেন — "সাম্যের গান গাই / আমার চক্ষে পুরুষ রমনীর কোনো ভেদাভেদ নাই"! বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি তা সবই নারী ও পুরুষের

শৌর্য প্রেমের ফল। উভয়ের সম্মিলিত প্রয়াসেই ধরার ধূলি আনন্দের রেণুতে পরিণত হয়। নারীর মধুর ব্যবহারে সংসার মধুময় হয়ে ওঠে। কবির দৃষ্টিতে পুরুষ সংকীর্ণ লোভী, নারী সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে জ্যোতির্ময়ী মূর্তি। নারীর স্বার্থ-দৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত হয়, তারই কল্যাণ স্পর্শে সংসার স্বর্গলোকে পরিণত হয় —
"পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ / কামিনী এনেছে যামিনী শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ! / দিবসে দিয়াছে শক্তি সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ, / পুরুষ এসেছে মরু তৃষা লয়ে - নারী যোগায়েছে মধু!"

কবির মতে একা পুরুষ কখনও কোনো যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেনা। তার পশ্চাতে থেকে যায় নারীশক্তির অনুপ্রেরণা। পুরুষের দীপ্ত নয়নে শান্তি নিয়ে আসে নারী। শিশুকেও স্নেহ মমতায় পালন করে নারী। এরপরেও পুরুষ যদি নারীকে বন্দী করে পীড়ন করে, তবে তার পরিণাম হবে ভীষণ — 'নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে / আপনারই রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে। / যুগের ধর্ম এই / পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই"। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী ছিল দাসী। হৃদয়হীন পুরুষেরা নারীদের এতকাল ধরে পায়ের তলায় দলিত করেছেন। কবি জানেন সে যুগ অতীত। আজ সাম্যের যুগ, সম অধিকারের যুগ, মানবিক মূল্যের যুগ — "সে যুগ হয়েছে বাসি, / যে যুগে পুরুষ দাস ছিল না ক, নারীরা আছিল দাসী! / বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি।"

আলোচ্য 'নারী' কবিতায় কবি নারীকেও জাগ্রত হবার আহ্বান জানিয়েছেন। নজরুল গীতিতেও নারী জাগরণের আহ্বান শুনি — 'জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা'। শুধু আলোচ্য কবিতায় না বললে নয় 'সর্বহারা' কাব্যের 'নারী' কবিতায় নারীর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও করেছেন। নজরুলই প্রথম কবি যিনি নারীকে শুধুমাত্র প্রেয়সী, জননী বা ভগিনী করে রাখেননি। তাঁর কাছে নারী কবিতা 'কল্পনা লতা'ও নয়, তাঁর কাছে নারী অর্ধেক আকাশ, যার অনুপস্থিতিতে আকাশও অপূর্ণ হয়ে ওঠে।

২) 'অভিশাপ' কবিতার মূল বক্তব্য আলোচনা করে কবির রোমান্টিক মানসিকতার পরিচয় দাও?

→ বাংলা কাব্য কবিতায় নজরুল ইসলামের মূল পরিচয় তিনি বিদ্রোহী কবি, 'বিদ্রোহী' অভিধাটি তিনি নিজেই নিজেকে দিয়েছেন— "আমি চির বিদ্রোহী বীর"; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহী সত্তা তাঁর সামগ্রিক পরিচয় নয়, সে পরিচয় খণ্ডিত। বাস্তবিকই সে কবি লিখতে পারেন— " তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সেকি মোর অপরাধ" কিংবা "তুমি আমায় ভালোবাসো, তাই তো আমিই কবি"; তাঁর মধ্যে রোমান্টিক সত্তা ক্রিয়াশীল থাকবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, নজরুলের মধ্যে রোমান্টিক সত্তা প্রবলভাবে বর্তমান। যে 'বিদ্রোহী' কবিতায় তিনি বিদ্রোহীর নিশান উড়িয়েছেন, অগ্নিস্রাব বর্ষণ করেছেন কবির অন্তরের সেই রোমান্টিক সত্তার জন্যই বলতে শুনি— "আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে দেখা অনুখন,/আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তাঁর কাঁকন চুড়ির কন-কন";

কবির এই রোমান্টিক সত্তার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে 'দোলন চাঁপা' কাব্যগ্রন্থে। 'দোলন চাঁপা' প্রেমের কাব্য, তারই প্রতিনিধি স্থানীয় কবিতা 'অভিশাপ', যেখানে কবিতাটি শুরু হয়েছে এক চূড়ান্ত অভিমান দিয়ে— "যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে"; যে অভিমান থেকে কবি লিখেছিলেন যে অভিমান থেকে কবি গান বেঁধেছিলেন— " জীবনে যারে দাওনি দুল্য, মরনে কেন তারে দিতে এলে ফুল"; সেই একই অভিমান থেকে উচ্চারন করেন— "যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে"।

'অভিশাপ' আদ্যন্ত একটি রোমান্টিক গীতিকবিতা। রোমান্স ও গীতিকবিতার প্রতিধ্বনি কবিতাটির ছত্রে ছত্রে। এক বিরহ ব্যাকুল কবির ছবি এখানে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠিছে, আমরা জানি কবি নজরুল প্রথম যৌবনে ভালোবেসেছিলেন নার্গিসকে, কিন্তু সে ভালোবাসা কোনো পরিনতি পায়নি। নার্গিসের জন্য একটা অপরাধবোধ কবিকে আজীবন পীড়িত করেছে।

তাঁর কানে বারবার ফিরে এসেছে নারগিসের কথা। ব্যর্থ প্রেমিকের যে ভাষা, যে সুর, হৃদয়ের যে রক্তক্ষরণ — তা অনুভব করা যায় কবিতাটিতে।

প্রেমিক কবি ভেবেছেন আজ তাঁর মূল্য প্রেমিকার কাছে মেলেনই ধোকা, একদিন তাঁর মূল্য ঠিক বুঝবেন। আর তখন সারা পৃথিবী তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কবির কোথাও কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাবেনা — "ছবি আমার বুকে বেঁধে / পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে / ফিরবে মরু কানন গিরি, / সাগর আকাশ বাতাস চিরি / যেদিন আমায় খুঁজবে / বুঝবে সেদিন বুঝবে।" কোনো এক অসতর্ক মুহূর্তে হঠাৎ করে কাউকে দেখে মনে হবে — 'এই সে', কারো ছোঁয়ায় মনে হবে — 'বড় চেনা এ ছোঁয়া'। তখন এ অনুমান প্রায় নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হবে, তখনই বুঝবে এ তা নয়, তখনই মনে হবে মিথ্যা সত্য — মিথ্যা স্বপন। যে শিউলি ফুল দিয়ে একদিন কবিপ্রিয়া মালা গেঁথেছিলেন; হয়তবা সে মালা গাঁথতে গিয়ে 'মালা' কাঁপবে, কাঁপবে হাতের বাঁধন। কারণ মালা পরানোর মানুষটি আজ আর নেই — "শিউলি ঢাকা মোর সমাধি"।

কবিতার নাম 'অভিমান' নয়, হওয়া উচিত ছিল 'অভিমান'। ব্যথাহত প্রেমিকের অভিমান, অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ধরা পড়েছে। আজ প্রেমিকা তাঁর সঙ্গে নেই, কিন্তু একদিন তো ছিল, সেদিন — "যে কোন রাতে / এক তরীতে ছিল সাথে, / এমনি ডেকেছিল জোয়ার, / নদীর কূলের এমনি আঁধার, / তেমনি তরী ছুটবে / বুঝবে সেদিন বুঝবে"!

কবির সঙ্গে কবির প্রিয়ার শুধু চেনা জানাই ছিলনা, তাদের মধ্যে ছিল সুগভীর জানাশোনা। নজরুল আধুনিক কবিদের মতো নিবিড় (মোহ) ভাবনা সম্পূর্ণ কবি নন। যদিও তুচ্ছানু রোমান্টিকতার মূল্য দেহ সম্ভোগের কথা কিছু আছে কিন্তু তা হ্যাংলামির দেহসম্ভোগ নয়, তা আবেগ, কিন্তু রোমান্টিকতায় পূর্ণ — "পড়বে মনে, নেই সে সাথে / বাঁধতে বুকে দুঃখ রাতে / আপনি গালে যাচবে চুমা, / চাইবে আদর, মাগবে ছোঁয়া, / আপনি যেচে চুমবে / বুঝবে সেদিন বুঝবে"।

নজরুল সম্পর্কে একটা বড় অভিযোগ — তাঁর কাব্যে বড্ড বেশি পুনরাবৃত্তি। ভাবের একঘেয়েমিতা থেকে বারংবারেই ভাব বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য কবিতাটি সম্পর্কে সে অভিযোগ করা যাবে না, এখানে কেবল একটি ভাবই আছে — তা হল তীব্র অনুরাগ ও অভিমান। কাব্যশৈলীতে কবি নির্মাণ করেছেন গীতিকবিতার সুরমূর্ছনা, তবে একই বক্তব্যের পৌনঃপুনিকতায় একটু ক্লান্তি আনে, বিশেষ করে প্রেমিকদের কাছে। সব মিলিয়ে কবি নজরুলের রোমান্টিক চেতনার পরিচয় আছে 'অভিশাপ' কবিতায়।

———— ০ ————